

219681 - একমাত্র আল্লাহর কাছে অভিযোগ করার ধরণ কীরূপ?

প্রশ্ন

আপনারা কি ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে অভিযোগ করার ধরণ কীরূপ? সূরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে: "আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি। আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৫] সূরা মুজাদালাতে এসেছে: "আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ আপনাদের কথাপকথন শুনছেন। নশিচয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অভিযোগ কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই পশে করা উচিত। কেননা এটি স্বীয় প্রভুর প্রতি বান্দার পরপূর্ণ দাসত্ব, তাওয়াক্কুল (ভরসা), তাঁর মুখাপেক্ষী তাঁর ভখিরী হয়ে থাকা এবং মানুষ থেকে পরপূর্ণভাবে বমুখ হয়ে তাঁর অভিমুখী হওয়ার মধ্যমে পড়ে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলছেন: "অভিযোগ দিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছে; যমেনভাবে নেককার বান্দা বলছিলেন: আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি [মনিহাজুস সুন্নাহ (৪/২৪৪) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলছেন:

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁর গ্রন্থে উত্তম ধর্যে ধরা, উত্তম ক্শমা করা ও উত্তম বচিছদেরে নরিদশে দিয়েছেন। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে বলতে শুনছি যে তিনি বলেন: 'উত্তম ধর্যে হচ্চে যাতে বা যার সাথে কোন অভিযোগ নাই। উত্তম ক্শমা করা হচ্চে- যার সাথে কোন তরিস্কার নাই। উত্তম বচিছদে হচ্চে যার সাথে কোন কষ্ট দয়ো নাই'। আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ধর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ধর্যে ধরার ওয়াদা করেছেন। আর কোন

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নবী যখন কোন ওয়াদা করেন তিনি সটোর বরখলোফ করেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বলছেন: আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি। অনুরূপভাবে আইয়ুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তিনি তাকে ধৈর্যশীল পয়েছেন। অথচ তিনি বলছেন: "আমাকে কষ্ট পয়ে বসছে; আর আপনি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।" [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৩] ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা; আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা নয়। যমেনটি বর্ণনা আছে যে, এক লোক অপর এক লোককে অন্য এক লোকে কাছ দারদির ও জরুরতরে (নরিপায়রে) অভিযোগ করতে দেখে বলল: যিনি তোমার প্রতিদয়া করবনে তার ব্যাপারে অভিযোগ করছ এমন ব্যক্তির কাছে যে তোমার প্রতিদয়া করবে না। এরপর পংক্তি আওড়ালো:

যদি তুমি কোন পরীক্ষার শিকার হও তাহলে তাকে ধৈর্য ধর; মহানুভব ব্যক্তির ধৈর্যের মত; যহেতু তিনি তোমার ব্যাপারে সম্যক অবগত।

যদি তুমি কোন বনী আদমের কাছে অভিযোগ কর; তবে তুমি যেন দয়াময়ের বরিদ্ধে নরিদয়ের কাছে অভিযোগ করছ। [মাদারজিস সালকীন (২/১৬০)]

তিনি আরও বলেন:

অভিযোগ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার: আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা। এটি ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যমেনভাবে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলছিলেন: আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি। অথচ তিনি বলছেন: "উত্তম ধৈর্য ধারনই (আমার সিদ্ধান্ত)"। আইয়ুব আলাইহিস সালাম বলছেন: আমাকে কষ্ট পয়ে বসছে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাকে ধৈর্যের গুণে বশিষেতি করছেন। ধৈর্যশীলদরে নতো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দুর্বল শক্তি ও দুর্বল উপকরণের অভিযোগ করছি"।

দ্বিতীয় প্রকার: পরীক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তির মুখে ভাষায় কথিবা আচরণে ভাষায় অভিযোগ করা। এই অভিযোগ ও ধৈর্য একত্রিত হতে পারে না। বরং এটি ধৈর্যের বিপরীত এবং ধৈর্যকে নাকচ করে দেয়। অতএব, আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। [উদ্দাতুস সাবরীন (পৃষ্ঠা-১৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলেন:

"আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং যা ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক সটো হল মাখলুকের কাছে অভিযোগ করা।" [তফসরি সা'দী (পৃষ্ঠা-৪১১)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অতএব আল্লাহর কাছে অভিযোগ হল: কোন বান্দা কোন কিছুতে আক্ৰান্ত হলে কথিবা কোন বপিদ তার উপর এসে পড়লে কথিবা কোন প্রয়োজনে পড়ে গেলে: কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে অভিযোগ পশে করা। তাঁর কাছেই প্রয়োজনটি উত্থাপন করা ও পশে করা। প্রয়োজন ও অভিযোগের ক্ষেত্রে যা হচ্ছে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরে বশেষিট্য। তাই বান্দা তার প্রভুকে স্মরণ করবে, তাঁকে ডাকবে, তাঁর কাছে মনিত ক্রববে, তওবা করবে, ফরি আসবে এবং বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নকিটবর্তী হবে। কেননা এটা আল্লাহর পরপূর্ণ দাসত্ব ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুলেরে অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।